বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

কেন্দ্রীয় সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন (২য় তলা)
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ।
ফোন ঃ ৯৫৫৪২০৯, ৯৫৬৭৩৫০

স্মারক নং ঃ ২৬৩০ - বিউবো (সচি)/ উন্নয়ন-৯০ তারিখঃ ১৮/৯/২০১১ইং ।

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১, কাওরান বাজার, ঢাকা ।

বিষয় ঃ বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রসংগে ।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সালে পিও -৫৯,অনুযায়ী বিউবো গঠন হওয়ার পর থেকে একক সংস্থা হিসাবে বিউবো বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল । পল্লী এলাকা বিদ্যুতায়নের জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য পৃথক কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দেশের বেশ কিছু এলাকায় বিতরনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বিউবো নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ করে এবং Single Buyer হিসেবে বিউবো আইপিপি, আরপিসিএল, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইজিসিবি ও আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে । বাল্ক গ্রাহক যেমন, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও আরইবি'র নিকট এবং বিউবোর বিতরণ অঞ্চলে খুচরা গ্রাহকের নিকট বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে ।

প্রতিবছর বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৮-১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ক্রমাগত বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য বিউবো নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান ও জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য রেন্টাল এবং আইপিপি হতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা নিচ্ছে । বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনে বাস্তবায়নাধীন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় তরল জ্বালানি তেলে উৎপাদিত সরকারী ও রেন্টাল/আইপিপি হতে ক্রয়কৃত বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় বিপুল পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে । গ্যাস সরবরাহ না থাকায় বিউবোর অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন করতে পারছে না । গ্যাসের সরবরাহ অপ্রতুল হওয়ায় ব্যয়বহুল বিকল্প জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদনে বিউবো বাধ্য হচ্ছে । বিশেষ করে তরল জ্বালানি দ্বারা দ্রত উৎপাদন বৃদ্ধির ও দীর্ঘমেয়াদে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিচ্ছে । ২০০৯-১০ সালে ইউনিট প্রতি গড় সরবরাহ ব্যয় হয়েছে ২.৬২ টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ইউনিট প্রতি গড় সরবরাহ ব্যয় হয়েছে ৪.১৫ টাকা । এ ছাড়া চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে আরও ৫০০ মেঃওঃ তরল জ্বালানীতে উৎপাদিত বিদ্রুৎ কেন্দ্র চালু হবে ফলে অন্যান্য ব্যয় স্থির থাকলেও শুধুমাত্র তরল জ্বালানির বর্ধিত ব্যবহারের কারনে ২০১১-১২ সালে ইউনিট প্রতি গড় সরবরাহ ব্যয় ৪.৮৬ টাকায় অর্থাৎ ২০০৯-১০ সালের তুলনায় ৮৫% বৃদ্ধি পাবে ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারী /১১ ও আগষ্ট /১১ হতে দুই ধাপে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার প্রায় ১৬% বৃদ্ধি করা হয়। এ মূল্য বৃদ্ধি সরবরাহ ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল ছিল । তদুপরি বিদ্যুৎ উৎপাদনে তরল জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও তরল জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি এবং তরল জ্বালানী ভিত্তিক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এর কারণে বাল্ক বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পুর্বের অনুচ্ছেদে বর্নিত হয়েছে । কিন্তু বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার কাংখিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ঘাটতির পরিমান ক্রমশঃ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির উত্তরনের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্যারিফ নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় সরকার কর্তৃক ঋণ হিসেবে বিউবোকে আংশিক সহায়তা প্রদান করছে। ফলে সরকারী ঋণের কিস্তির পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয়ের পরিমান আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর লোকসান হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত সরবরাহ ব্যয় অনুযায়ী বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

(চলমান পাতা-২)

বাল্ক পর্যায়ে গড় সরবরাহ ব্যয় প্রতি ইউনিট প্রতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে মাসে ৪.১৫ টাকা এর বিপরীতে বর্তমান বাল্ক গড় ট্যারিফ ইউনিট প্রতি ২.৮১৩ টাকা । ফলে এখনই বর্তমান গড় বাল্ক ট্যারিফ ২.৮১৩ টাকা হতে ইউনিট প্রতি ৪.১৫ টাকায় (৪৭%) টাকা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ।

অপর দিকে ২০১১-১২ সালে তরল জ্বালানীর বর্ধিত ব্যবহারের কারনে গড় উৎপাদন ব্যয় প্রতি ইউনিট প্রতি ৪.৮৬ টাকায় দাড়াবে । সে হিসাবে চলতি অর্থ বছ রে বর্তমান বাল্ক ট্যারিফ ৭২% বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । বাল্ক ট্যারিফ এককালীন বৃদ্ধি করলে বিতরন কোম্পানী সমুহের খুচরা ট্যারিফ বেশী হারে বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে যা খুচরা গ্রাহকের সহনমাত্রার মধ্যে থাকবে না সে বিবেচনায় খুচরা ট্যারিফ সহনমাত্রার মধ্যে রাখার জন্য ১১-১২ অর্থ বছরে ২ ধাপে এবং ১২-১৩ অর্থ বছরে ২ ধাপে বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে । প্রস্তাবে সামগ্রিক ভাবে বিউবোর গড় বাল্ক ট্যারিফ ৪ ধাপে অর্থাৎ নভে/১১, ফেব্রু/১২ ,জুলাই/১২ ও জানু/১৩ তে প্রতি ধাপে প্রায় ১৫% হারে বৃদ্ধি করতঃ যথাক্রমে ৩.২৪, ৩.৭২, ৪.২৮ ও ৪.৯৩ টাকায় নির্ধারন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে । ট্যারিফ বৃদ্ধির এ প্রস্তাবে কোন মুনাফা ধরা হয় নাই ।

প্রস্তাবে ইতিপুর্বের পদ্ধতি অনুসরনে গ্রাহক মিশ্রন ও ভৌগলিক এলাকার সুবিধা ,ব্যবহারের পরিমান ও খুচরা বিলিং রেট বিবেচনায় ডেসকো/ ডিপিডিসির / অগ্রসর এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমুহের জন্য উচ্চহারে , ওজোপাডিকো / কম অগ্রসর এলাকার পবিস/ ও বিউবোর জোন সমুহের জন্য মধ্যম হারে এবং অনগ্রসর এলাকার পবিসের জন্য নিম্নতম হারে বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে । খুচরা বিলিং রেট এর সুবিধা অনুযায়ী বিতরন কোম্পানী / ইউটিলিটি এর বালক রেট ভিন্ণ হওয়ায় সকল ইউটিলিটির জন্য এবং সারা দেশে একইহারে বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফ প্রযোজ্য করা সম্ভব হবে ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ শতাংশই জ্বালানী ব্যয় এবং গড় জ্বালানী ব্যয় বেশী বৃদ্ধি পেলে তাৎক্ষনিক ভাবে ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় ,সেকারনে গড় জ্বালানী ব্যয় ১০% এর বেশী বৃদ্ধি পেলে সে ক্ষেত্রে জ্বালানী ব্যয় সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে বিগত ৮/৫/২০১১ তারিখে বাল্ক ট্যারিফে জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধি সমন্বয়ের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল উক্ত প্রস্তাবের উপর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট- ১) । এমতাবস্থায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী উপস্থাপিত বিদ্যুতের বালক মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব এর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব (পরিশিষ্ট- ১) ।

নির্দেশক্রমে,

(মোঃ আজিজুল ইসলাম)
সচিব
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

স্মারক নং ঃ ২৬৩০ - বিউবো (সচি)/ উন্নয়ন-৯০ তারিখঃ ১৮/৯/২০১১ ইং ।

অনুলিপিঃ

১ । সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২ । চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ।
৩ । মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, ১ আব্দুল গণি রোড, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা ।
৪ । সদস্য, প্রশাসন/ বিতরণ /অর্থ/উৎপাদন /পি এন্ড ডি, বিউবো, ঢাকা ।
৫ । মহাব্যবস্থাপক, বাণিজ্যিক পরিচালন, বিউবো, ঢাকা ।
৬ । দপ্তর নথি ।

সেকশন অফিসার (উন্নয়ন)
বিউবো, ঢাকা ।

১৭ সেপ্টে/ ২০১১

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব

১। ভূমিকা

১৯৭২ সালে পি ও -৫৯,অনুযায়ী বিউবো গঠন হওয়ার পর থেকে একক সংস্থা হিসাবে বিউবো বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পল্লী এলাকা বিদ্যুতায়নের জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেনারেশনের জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ারষ্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল), নর্থওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (এনপিজিসিএল), ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড(ইজিসিবি) ; ট্রান্সমিশনের জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী লিমিটেড(পিজিসিবি) এবং বিতরণের জন ডিপিডিসি, ডেসকো, ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী, নর্থজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী, সাউথজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। Single Buyer হিসেবে বিউবো আইপিপি, আরপিসিএল, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে এবং নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ বহন করে । বিউবো সিংগেল বায়ার হিসাবে উক্ত বিদ্যুৎ বাল্ক গ্রাহক যেমন, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, আরইবি এবং বিউবোর নিজস্ব বিতরণ জোন সমূহে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিক্রয় করছে।

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রতি বছর বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৮- ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ক্রমাগত বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য বিউবো নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান ও জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য রেন্টাল এবং আইপিপি হতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা নিচ্ছে । আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিউবো ১১ হাজার মেঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজনের জন্য নিম্নরূপ বছর ওয়ারী পরিকল্পনা নিয়েছে ।

উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজনের বছর ওয়ারী পরিকল্পনা **সারনী -১**

বছর	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃ ওঃ)
২০১০	৭৭৫
২০১১	২১৯৪
২০১২	২১৫৭
২০১৩	২১৭৪
২০১৪	২৩২৩
২০১৫	২৩৫০

৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয়ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের মধ্যে জ্বালানি খরচ একটি বড় অংশ। গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক কম । জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরনী নিম্নে দেখানো হলোঃ

২০১০-১১ অর্থ বছর **সারনী -২**

বিদ্যুৎ কেন্দ্র	জ্বালানির প্রকৃতি	উৎপাদন ক্ষমতা(মেগা ওয়াট)	জ্বালানি ব্যয়(টাকা/ কিঃ ওয়াট আঃ)	ভেরিয়েবল কস্ট/ কিঃ ওয়াট আঃ	ফিক্সড কস্ট/ কিঃ ওয়াট আঃ	উৎপাদন ব্যয়/ কিঃ ওয়াট আঃ
বিউবোর নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র	হাইড্রো	২৩০	০	০.৩১	০.৯১	১.২৩
	গ্যাস	২২৯৭	০.৯৫	০.২০	০.৭৯	১.৯৩
	কয়লা	২৫০	২.৯১	০.২২	২.২৮	৫.৪১
	তেল	৩৩১	১৬.২১	০.৫৭	১.৯১	১৮.৬৯
	মোট	**৩১০৮**	**১.৮৫**	**০.২৩**	**০.৯৬**	**৩.০৫**
ইজিসিবি (গ্যাস)		**২৪০**	**০.৯৭**	**০.০৩**	**১.১৩**	**২.১৩**
আশুগঞ্জ (গ্যাস)		**৭৭৪**	**০.৬৯**	**০**	**১.২১**	**১.৯৩**
আইপিপি ও আরপিপি	গ্যাস	১৮৭৪	০.৭০	০.১৩	১.৪৫	২.৩০
	তেল	১২৮৮	৯.৭৫	০.১৬	৩.২৮	১৩.২০
	মোট	৩১৬২	৩.০৫	.১৪	২.০৩	৫.২২
সর্বমোট		৭৩০৩	২.২৮	.১৫	১.৫৬	৩.৯৯

বিরাজমান গ্যাস এর সরবরাহ ঘাটতি থাকায় এবং গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপাত ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে তরল জ্বালানিতে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে সার্বিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

৪। **উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি** ঃ তরল জ্বালানীর ব্যবহার , বেসরকারী খাত হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং জ্বালানী ব্যয় এর অংশ বৃদ্ধির কারনে ক্রমশঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে । নিম্নে উহার বিবরনী দেখানো হলোঃ

(ক) তরল জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি ঃ

২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ এর প্রকৃত এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে সম্ভাব্য জ্বালানি ব্যবহারের একটি বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

তরল জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধির বিবরন **সারনী -৩**

অর্থ বছর	জ্বালানী ব্যবহারের শতকরা হার				
	গ্যাস %	তেল %	কয়লা %	হাইড্রো %	মোট
২০০৯-১০	৮৮.৯০	৪.৬৮	৩.৭৮	২.৬৬	১০০%
২০১০-১১	৮২.৪৭	১১.৯০	২.৬৬	২.৯৭	১০০%
২০১১-১২	৭৬.৭৬	১৮.০০	২.৭০	২.৫৪	১০০%

(খ) মোট ব্যয়ের মধ্যে জ্বালানি ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধি-

২০০৮-০৯ ,২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ এর প্রকৃত এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে সম্ভাব্য ইউনিট প্রতি জ্বালানি খরচের অংশ ও ব্যয় বৃদ্ধির একটি বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

জ্বালানি ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধির বিবরন **সারনী -৩/১**

আর্থিক বছর	জ্বালানি ব্যয় (ইউনিট প্রতি)		অ -জ্বালানি ব্যয় (ইউনিট প্রতি)		মোট উৎপাদন ব্যয়
	ব্যয় (টাকা)	শতকরা অংশ (%)	ব্যয় (টাকা)	শতকরা অংশ (%)	
২০০৮-০৯	১.৪৫১	৫৭%	১.০৭৭	৪৩%	২.৫২৮
২০০৯-১০	১.৩৬৯	৫২%	১.২৫১	৪৮%	২.৬২০
২০১০-১১	২.২৮	৫৭%	১.৬৭৮	৪৩%	৩.৯৯
২০১১-১২ (সম্ভাব্য)	২.৭০৪	৫৮%	১.৯৬৭	৪২%	৪.৬৭২

(গ) বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ ক্রয় বৃদ্ধি ঃ

২০০৮-০৯ ,২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ এর প্রকৃত , ২০১১-১২ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বেসরকারী খাত হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এর একটি বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বেসরকারী খাত হতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ক্রয় বৃদ্ধির বিবরন **সারনী -৩/২**

অর্থ বছর	সরকারী ,বেসরকারী খাত হতে বিদ্যুৎ ক্রয় শতকরা হার			
	সরকারী খাতে %	পাবলিক কোং খাতে %	বেসরকারী খাতে %	মন্তব্য
২০০৮-০৯	৪৪.৩৬	১৫.৯৩	৩৯.৭১	
২০০৯-১০	৪৩.১৮	১৫.৩২	৪১.৫০	
২০১০-১১	৩৮.৩০	১১.৭০	৫০.০০	
২০১১-১২	৩২.০০	৮.০০	৬০.০০	

জ্বালানি তেলের মূল্য ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, তরল জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (তরল জ্বালানিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ) হতে বিদ্যুৎ ক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতা বৃদ্ধি, টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। বিদ্যমান বাল্ক ট্যারিফে আর্থিক ক্ষতির পরিমানঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ফেব্রু/১১ ও আগষ্ট/১১ হতে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার দুই ধাপে ১৬% বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এ মূল্য বৃদ্ধি সরবরাহ ব্যয়ের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। ২০১০-১১ অর্থ বছরের বিদ্যমান বিদ্যুতের মূল্যহার এবং উৎপাদন ব্যয় এর পার্থক্য অনুযায়ী বাল্ক ট্যারিফ জনিত বিউবোর আর্থিক ক্ষতির চিত্র পর পাতায় ছকে দেখানো হলোঃ

বাল্ক ট্যারিফ ঘাটতি জনিত ক্ষতির বিবরণ

২০১০-১১ (জুলাই/১০- জানু/১১) **সারনী -৪**

সংস্থার নাম	সরবরাহ ব্যয় (টাকা/কিঃঘঃ)	বিক্রয় মূল্য (টাকা/কিঃঘঃ)	গড় ইউনিট প্রতি ক্ষতি (টাকা)	সরবরাহকৃত ইউনিট (মিঃ কিঃ ঘঃ)	ক্ষতির পরিমান (মিঃটাঃ)
ডিপিডিসি	৪.১৫	২.৪১৫	১.৭৩৫০	৩৪০৯.৯৪	৫৯১৬.২৪
ডেসকো	৪.১৫	২.৪৪৫২	১.৭০৪৮	১৭৮৬.৬৪	৩০৪৫.৮৬
ওজোপাডিকো	৪.১৫	২.৪৪৫২	১.৭০৪৮	১০৫১.২৮	১৭৯২.২৩
পবিবো/পবিস	৪.১৫	২.৩০৮৯	১.৮৪১১	৫৭১১.০৪	১০৫১৪.৬০
বিউবোর জোন সমূহ	৪.১৫	২.৪৪৫২	১.৭০৪৮	৩৬১৬.৮১	৬১৬৫.৯৪
মোট ক্ষতির পরিমান				**১৫৫৭৫.৭১**	**২৭৪৩৪.৮৬**

বাল্ক ট্যারিফ ঘাটতি জনিত ক্ষতির বিবরণ

২০১০-১১ (ফেব্রু/১১- জুন/১১) **সারনী -৪/১**

সংস্থার নাম	উৎপাদন ব্যয় (টাকা/কিঃঃঘঃ)	গড় বিক্রয় মূল্য (টাকা/কিঃঘঃ)	গড় ইউনিট প্রতি ক্ষতি (টাকা)	সরবরাহকৃত ইউনিট (মিঃ কিঃ ঘঃ)	ক্ষতির পরিমান (মিঃটাঃ)
ডিপিডিসি	৪.১৫	২.৭৮২৫	১.৩৯২৫	২৫৫৪.১২১	৩৫৫৬.৬১
ডেসকো	৪.১৫	২.৭৮২৫	১.৩৬৭৫	১৩৩৬.১০৮	১৮২৭.১৩
ওজোপাডিকো	৪.১৫	২.৬৪১৫	১.৫০৮৫	৭৯১.২৩৪	১১৯৩.৫৮
পবিবো/পবিস	৪.১৫	২.৪৭৪৫	১.৬৭৫৫	৪৬৪৮.৩৬৯	৭৭৮৮.৩৪
বিউবোর জোন সমূহ	৪.১৫	২.৬৭১০	১.৪৭৯০	২৭৩৮.৬৪৪	৪০৫০.৪৫
মোট ক্ষতির পরিমান				**১২০৬৮.৪৮**	**১৮৫৮৩.১৭**

২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ট্যারিফ জনিত ক্ষতির পরিমান ৪৫৮৫০.৯৮ মিলিয়ন টাকা

বাল্ক ট্যারিফ ঘাটতি জনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ

২০১১-১২ সালে ক্ষতি **সারনী -৪/২**

সংস্থার নাম	উৎপাদন ব্যয় (টাকা/কিঃওঃঘঃ)	গড় বিক্রয় মূল্য (টাকা/কিঃঘঃ)	গড় ইউনিট প্রতি ক্ষতি (টাকা)	সরবরাহকৃত ইউনিট (মিঃ কিঃ ঘঃ)	ক্ষতি র পরিমান (মিঃটাঃ)
ডিপিডিসি	৪.৮৬	২.৯৫১	১.৯১	৭১৩২.৫৮	১৩৬২০.২৩
ডেসকো	৪.৮৬	২.৯৫২	১.৯১	৩৮৯৭.৩২	৭৪৩৪.০৯
ওজোপাডিকো	৪.৮৬	২.৮০৪	২.০৬	২৩৬৮.১২	৪৮৬৯.২৮
পবিবো/পবিস	৪.৮৬	২.৬২৭	২.২৩	১৪১২২.৭০	৩১৫৩৪.৪১
বিউবোর জোন সমূহ	৪.৮৬	২.৮৩৫	২.০২	৭৮৯৩.১৪	১৫৯৮৩.৭২
মোট ক্ষতির পরিমান				৩৫৪১৩.৮৬	**৭৩৪৪১.৭৩**

৬। ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব ঃ

বাল্ক পর্যায়ে ২০১০-১১ বছরে সরবরাহ ব্যয় ইউনিট প্রতি ৪.১৫ টাকা ,এর বিপরীতে বর্তমান বাল্ক গড় ট্যারিফ ইউনিট প্রতি ২.৮১৩ টাকা অর্থাৎ ইউনিট প্রতি ট্যারিফ ঘাটতির পরিমান ১.৩৪ টাকা। গ্রাহক মিশ্রনের ও ভৌগলিক এলাকার সুবিধা বিবেচনায় বিতরন কোং / ইউটিলিটি সমুহের খুচরা বিলিং রেট ভিন্নতর হয়ে থাকে । সে অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী বিলিং রেট ডেসকোর এবং সবচেয়ে কম রেট অনগ্রসর এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমুহের ।

২০১০-১১ সালে খুচরা গ্রাহকের বিলিং রেট নিম্নরূপ

সারনী -৫

সংস্থার নাম	বিক্রীত ইউনিট এর পরিমান (মিলিঃ)	বিলকৃত টাকার পরিমান (মিলিঃ)	খুচরা গড় বিলিং রেট
ডিপিডিসি	৫২৫১.১০৭	২২১৯০.৬৫১	৪.২৩
ডেসকো	২৮৪৮.৩৮১	১২৪০০.১৮৩	৪.৩৫
ওজোপাডিকো	১৬২৭.৯৫৪	৬৫২৩.৫৩৫	৪.০০
পবিবো/পবিস	১০৪৭৯.৭২	৩৯৪৯৬.৫৪	৩.৭৭
বিউবোর জোন সমূহ	৬৩৭৯.৬৫	২৪২৮৩.২২৭	৩.৮১

সামগ্রিক ভাবে বিউবোর গড় বাল্ক ট্যারিফ নির্ধারন করার জন্য ইতপুর্বের পদ্দতি অনুসরনে গ্রাহক মিশ্রনের ও ভৌগলিক এলাকার সুবিধা বিবেচনায় এনে বিতরন কোং / ইউটিলিটি সমুহের খুচরা বিলিং রেট অনুযায়ী বাল্ক রেট ভিন্নতরভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে ।

প্রস্তাবিত বালক রেট এর বিবরনী

সারনী -৬

বৃদ্ধির সময় কাল	বিদ্যমান/ প্রস্তাবিত বালক মূল্যহার	প্রস্তাবিত গড় বালক মূল্যহার	বৃদ্ধির হার (%)
নভেম্বর/ ২০১১	২.৮১	৩.২৪	১৫%
মার্চ /২০১২	৩.২৪	৩.৭২	১৫%
জুলাই /২০১২	৩.৭২	৪.২৮	১৫%
জানুয়ারী /২০১৩	৪.২৮	৪.৮৬	১৪%

আলোচ্য বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি নিম্নের সারনী- ৭ তে বিস্তারিত ভাবে দেখানো হলোঃ

প্রস্তাবিত বাল্ক ট্যারিফ এর মূল্যহার কাঠামো ঃ

সারনী -৭

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/কিঃঘঃ)	প্রস্তাবিত মুল্যহার (টাকা/ কিঃঘঃ)			
		১/৮/১১ হতে	১/১১/১১ হতে	১/৩/১২ হতে	১/৭/১২ হতে	১/১/১৩ হতে
১	২	৩	৪			
(১)	**শ্রেণী জি-১ঃ ডিপিডিসি**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৭২০	৫.৩২০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৯৬৮০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
(২)	**শ্রেণী-আই-১ঃ পবিবো/পবিস**					
	(ক) ৩৩ কেভি (অগ্রসর)	২.৬৩৯৫	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
	(খ) ৩৩ কেভি (প্রান্তিক)	--	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
	(গ) ৩৩ কেভি (অনগ্রসর)	--	২.৭০০	৩.১০০	৩.৬০০	৪.২০০
(৩)	**শ্রেণী আই-২ঃ ডেসকো**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৭২০	৫.৩২০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৯৬৮০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
(৪)	**শ্রেণী-আই-৩ঃ ওজোপাডিকো**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.১২০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৬৭০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৮১৭৫	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
(৫)	**শ্রেণী আই-৪ঃ বিউবোর্ডের বিতরণ অঞ্চল**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.১২০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৬৭০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৮৪৯০	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
	গড় বাল্ক ট্যারিফ	**২.৮১৩**	**৩.২৪২**	**৩.৭২২**	**৪.২৮৫**	**৪.৮৬৫**

৭। প্রস্তাবিত ট্যারিফ বৃদ্ধির পরও আর্থিক ঘাটতির পরিমানঃ

প্রস্তাবিত ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হলেও বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয়ের তুলনায় বাল্ক ট্যারিফ যথেষ্ট না হওয়ায় এবং বিলম্বিত ভাবে ধাপে ধাপে ট্যারিফ বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর্যাপ্ত বাল্ক বিদ্যুৎ ট্যারিফের কারনে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আর্থিক ঘাটতির পরিমান নিম্নের ছকে দেখানো হলো ঃ

সারনী -৮

অর্থ বছর	আর্থিক ঘাটতির পরিমান (মিলিয়ন টাকা)
২০১১-১২	৫৭২২১.০৩
২০১২-১৩	১০৯০২.৭২

৮। জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধিতে ট্যারিফ সমন্বয়ের প্রস্তাব ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ শতাংশই জ্বালানী ব্যয় । বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী বিশেষ করে ফার্নেস ডিজেল এর মুল্য দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে । পরিবর্তিত এই মুল্যের সাথে ট্যারিফ সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । গড় জ্বালানী ব্যয় ১০% এর বেশী বৃদ্ধি পেলে সে ক্ষেত্রে জ্বালানী ব্যয় সমন্বয়ের জন্য উৎপাদন ব্যয়ে ইউনিট প্রতি জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধি পাবে সেই পরিমান ইউনিট প্রতি বাল্ক ট্যারিফ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে ।

গড় ইউনিট প্রতি জ্বালানী মুল্য ন্যুনতম ১০% বৃদ্ধি /হ্রাস পেলে সেক্ষেত্রে বর্তমান বাল্ক গড় ট্যারিফ এ জ্বালানী ব্যয় সমন্বয় করা যাইবে । সমন্বয়ের পদ্ধতি নিম্নরুপ হইবে –

সমন্বয়কৃত পুনঃনির্ধারিত ট্যারিফ = বর্তমান ট্যারিফ + (ইউনিট প্রতি বর্তমান গড় জ্বালানী মুল্য - সর্বশেষ কার্যকর ট্যারিফে বিবেচিত ইউনিট প্রতি গড় জ্বালানী মুল্য)

পরবর্তীতে ইউনিট প্রতি জ্বালানী ব্যয় ১০% এর বেশী হ্রাস / বৃদ্ধি পেলে সেক্ষেত্রে বিউবো উল্লেখিত পদ্ধতিতে ট্যারিফে স্বয়ং ক্রিয় ভাবে জ্বালানী ব্যয় সমন্বয় করতঃ ট্যারিফ পুনর্নির্ধারন করিতে পারিবে ।

৯। প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারনে গৃহীত পদ্ধতির বিবরনঃ-

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে দক্ষ বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরবরাহ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাল্ক ট্যারিফ নির্ধারণ অত্যাবশ্যক । ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে । জ্বালানী ব্যয়,অজ্বালানী ব্যয় , ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য ,ট্যানসমিশন লস সমন্বয় ও বিতরন ব্যয়ের অংশ বিবেচনা করে গড় সরবরাহ ব্যয় নির্ণয় করা হয়েছে ।

প্রস্তাবে কোন মুনাফা বিবেচনা করা হয় নাই । উৎপাদন ব্যয়ে জ্বালানী ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় মোটামুটি পুর্বানুরুপ আছে ।

১০। প্রস্তাবিত ট্যারিফ অনুমোদিত না হলে সম্ভাব্য আর্থিক সংশলেষের বিবরনঃ

বিগত বছর গুলোতে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয়ের তুলনায় বাল্ক ট্যারিফ যথেষ্ট না হওয়ায় সিংগেল বায়ার হিসাবে বিউবো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । অপর্যাপ্ত বাল্ক বিদ্যুৎ ট্যারিফের কারনে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত আর্থিক ঘাটতির পরিমান দেখানো হলোঃ

সারনী -৯

অর্থ বছর	আর্থিক ঘাটতির পরিমান (মিলিয়ন টাকা)
২০০৮-০৯	৭৬৭০.৮৪
২০০৯-১০	৮৫২৫.৮৭
২০১০-১১	৪৫৮৫০.৯৮
২০১১-১২ (প্রাক্কলিত)	৭৩৪৪১.৭৩

ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় এবং বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করায় সরকার কর্তৃক ঋণ হিসেবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে বিউবোর সরকারী ঋণের কিস্তির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ টাকা ঋন হিসাবে না দিয়ে সরাসরি ভর্তুকি হিসাবে দেয়া প্রয়োজন ।

১১। প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলাফল ও প্রভাবঃ

প্রস্তাবিত মূল্যহার বৃদ্ধির ফলে বাল্ক গ্রাহক হিসাবে ডিপিডিসি/ ডেসকো /সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি , ওজোপাডিকো / বিউবোর জোন সমুহের এবং অসচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ ক্রয়মূল্য গড়ে ৪ ধাপে ১৫%-১৪% হারে বৃদ্ধি পাবে । এজন্য ডিপিডিসি , ডেসকো,পলী বিদ্যুৎ সমিতি, ওজোপাডিকো এবং বিউবোর জোন সমুহের এলাকার গ্রাহকদের খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ৪ ধাপে ৮% - ১০% হারে বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে ।

১২। উপসংহার ঃ

বাল্ক ট্যারিফ এর বিদ্যমান মূল্যহার ১/১১/২০১১ ইং হতে ৪ ধাপে গড়ে যথাক্রমে ১৫% ,১৫% ,১৫% ও ১৪% হারে বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো । প্রস্তাবিত ট্যারিফ বৃদ্ধি অনুমোদিত হলে বিউবোর আর্থিক ঘাটতির পরিমান ক্রমশঃ কমে আসবে ।

ট্যারিফ পরিবর্তনের ঘোষনার নোটিশ (খসড়া) **পরিশিষ্ট -২**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ।

গণ-বিজ্ঞপ্তি

সূত্র নংঃ বিইআরসি/অর্থ-০১৩/ তারিখঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২২ (খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বাল্ক গ্রাহককে সরবারহকৃত বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পূণর্নির্ধারণ করেছেঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/কিঃঘঃ)	প্রস্তাবিত মুল্যহার (টাকা/ কিঃঘঃ)			
		১/৮/১১ হতে	১/১১/১১ হতে	১/৩/১২ হতে	১/৭/১২ হতে	১/১/১৩ হতে
১	২	৩	৪			
(১)	**শ্রেণী জি-১ঃ ডিপিডিসি**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৭২০	৫.৩২০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৯৬৮০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
(২)	**শ্রেণী-আই-১ঃ পবিবো/পবিস**					
	(ক) ৩৩ কেভি (অগ্রসর)	২.৬৩৯৫	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
	(খ) ৩৩ কেভি (প্রান্তিক)	--	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
	(গ) ৩৩ কেভি (অনগ্রসর)	--	২.৭০০	৩.১০০	৩.৬০০	৪.২০০
(৩)	**শ্রেণী আই-২ঃ ডেসকো**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৭২০	৫.৩২০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৯৬৮০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭৫০	৫.৩৫০
(৪)	**শ্রেণী-আই-৩ঃ ওজোপাডিকো**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.১২০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৬৭০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৮১৭৫	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
(৫)	**শ্রেণী আই-৪ঃ বিউবোর্ডের বিতরণ অঞ্চল**					
	(ক) ১৩২ কেভি	২.৯৪১০	৩.১২০	৩.৫৭০	৪.১২০	৪.৬৭০
	(খ) ৩৩ কেভি	২.৮৪৯০	৩.১৫০	৩.৬০০	৪.১৫০	৪.৭০০
	গড় বাল্ক ট্যারিফ	**২.৮১৩**	**৩.২৪২**	**৩.৭২২**	**৪.২৮৫**	**৪.৮৬৫**

১। অনুমোদিত উক্ত বিদ্যুৎ মূল্যহার ১, নভেম্বর ২০১১ থেকে কার্যকর হবে ।
২। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে ।

কমিশনের আদেশক্রমে,

সচিব